দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

দুই ছাত্র জোটের আহবানে চট্টগ্রামে হরতাল পালিত

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ১৫ই জুলাই।–সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এবং ইসলাম ছাত্রশিবির সমর্থিত সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের আহ–বানে আজ চট্টগ্রামে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য চট্টগ্রাম বিশ্ব–বিদ্যালয়ে গত ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি, তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বাতিল এবং ভাইস চ্যান্সেলরের অপসারণের চেষ্টার প্রতি–বাদে আজ সকাল–সন্ধ্যা হরতাল আহবান করে। অন্যদিকে সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বাস্ত–বায়ন ও ভাইস চ্যান্সেলরের অপ–

(শেষ পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

হরতাল পালিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সারণের দাবীতে আজ অর্ধদিবস হরতাল আহবান করে।

হরতাল চলাকালে পিকেটারদের তাড়া খেয়ে একটি ট্রাক দ্রুতবেগে চলে যাবার সময় অহিদ (২৭) নামের একজন পথচারীকে চাপা দেয়। অহিদ ঘটনাস্থলেই মার যান।

৯০–এর গণঅভ্যুত্থানের পর এই প্রথম চট্টগ্রামে হরতাল হল। হরতাল চলাকালে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, কলকারখানা, ব্যাংক বন্ধ থাকে। কিছু রিকশা ছাড়া যানবাহন চলাচলও বন্ধ ছিল।

হরতাল চলাকালে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এবং সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য শহরের বিভিন্ন স্থানে খন্ড খন্ড মিছিল বের করে।

বিকালে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য লাল–দীঘি ময়দানে এক সমাবেশের আয়ো–জন করে। সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবী জানান। অপরদিকে আন্দরকিল্লায় সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের সমাবেশে নেতৃ–বৃন্দ অবিলম্বে ভাইস চ্যান্সেলরকে অপসারণের দাবী জানান।

আপসু ও চাকসু

আপসু ও চাকসু এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে চট্টগ্রাম বিশ্ব–বিদ্যালয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টকে একপেশে, অযৌক্তিক ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের রক্ষার দলিল বলে উল্লেখ করে এই রিপোর্ট বাতিল দাবী জানি–য়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, ২২ ডিসেম্ব–রের সন্ত্রাসী ঘটনার নায়কদের চিহ্নিত করাই ছিল তদন্ত কমিশনের বিচার্য বিষয়। কিন্তু সেটা না করে চরিত্র হনন এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের গণ–তান্ত্রিক চরিত্রের উপর কালিমা লেপন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের অপ–কৌশল নেয়া হয়।

নেতৃবৃন্দ ৭৩–এর অধ্যাদেশ সংশোধন, পরিবর্তন–পরিবর্ধনের চেষ্টা চালালে ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করা হবে বলে জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে চাকসুর তিপি নাজিমুদ্দিন, ছাত্রনেতা মঞ্জুর আলম, মোকাদ্দেস আলী, জয়জিৎ বড়ুয়া, সংকর দাস প্রমুখ উপস্থিত

শিক্ষানুরাগী শিক্ষক সমাজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষানুরাগী শিক্ষক সমাজ বর্তমান পরিস্থিতিতে চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সংগঠনের আহবায়ক আহমদ নুরুল ইসলাম বলেন ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার যাতে অকারণে অথবা তুচ্ছ কারণে যখন তখন ব্যাহত না হয় সেজন্য গঠনমূলক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, যে অতি স্বল্পসংখ্যক রাজ–নৈতিক দলবাজ অসৎ শিক্ষকের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখা, যেসব ছাত্র–ছাত্রী অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকতে চায় তাদের যথাযথ সহ–যোগিতা, সবুজ–সাদা ও গোলাপী প্যানেল নির্বিশেষে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষকরা যাতে বিভিন্ন কমিটিতে নির্বাচিত হতে পারেন সেজন্যে জনমত গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানুরাগী শিক্ষক সমাজের তত্ত্বা–বধানে শিক্ষানুরাগী ছাত্র সমাজ গঠন করা হয়েছে।

ভার্সিটি শিক্ষক পরিষদ

চট্টগ্রাম ভার্সিটি শিক্ষক পরিষদ অবিলম্বে তদন্ত কমিশন রিপোর্ট বাস্ত–বায়নের দাবী জানিয়েছেন। শিক্ষক পরিষদের এক সভায় বক্তারা বলেছেন, তদন্ত কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়িত না হলে আইনের প্রতি জনগণের আস্থা লোপ পাবে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস স্থায়ী হবে।

অধ্যাপক ডঃ আহমেদ ফজলে হাসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ডঃ মোঃ বদিউল আলম, ডঃ মাহবুবউল্লা, অধ্যাপক নুরুদ্দীন মাহমুদ, ডঃ ইমাম আলী, ডঃ রনজিৎ বড়ুয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় কতিপয় শিক্ষক কর্তৃক একজন বিচারপতির রায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উল্লেখ করে বলেন, তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবী তারাই জানাচ্ছেন যারা তদন্ত কমিশন গঠনের আহবান জানিয়েছিল।